দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5|3|78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

282

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৮৪ : ৫ই মার্চ, ১৯৭৮

তিনি অমর, অবিস্মরণীয়

জাতীয় সাংবাদিকতার মহান পথিকৃৎ জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন আর নেই। গতকাল (শনিবার) দিনের ১২টা ৪০ মিনিটে ঢাকার পিজি হাসপাতালে রোগ শয্যায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহে........রাজেউন)। সাংবাদিকতার সেবায় আজীবন নিবেদিত বর্ষীয়ান এই অগ্রচারণ ছিলেন দৈনিক বাংলার প্রথম সম্পাদক। এ সম্পাদকীয় স্তম্ভ গৌরবান্বিত হয়েছে তাঁর সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ বক্তব্যে। আজ আবার এই স্তম্ভেই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর তিরোধানের কথা লিখতে হচ্ছে আমাদের। সহকর্মী হিসাবে এ কাজ যে আমাদের পক্ষে কতখানি কঠিন এবং দুঃসহ, তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমরা বাকরুদ্ধ এবং শোকাভিভূত। আত্মীয়-বিয়োগ বেদনার চাইতেও এ মৃত্যুশোক আমাদের কাছে অনেক বেশি গভীর। কেননা এই নিরহংকার ঈর্ষান্বেষশূন্য মানুষটি শুধু আমাদের পিতৃতুল্যই ছিলেন না—ছিলেন আমাদের ঘনিষ্ঠ সহচরও। তাঁর আকর্ষণীয় সান্নিধ্য, তাঁর প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং তাঁর দুর্লভ চরিত্র মাধুর্য ছিল আমাদের কাছে একটি মূর্ত প্রেরণা। জীবনে ভুলেও কখনও তিনি অমার্জিত একটি শব্দ উচ্চারণ করেন নি। অথচ বিনয়নম্র এই মানুষটি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সংকটের দিনে সাংবাদিকরা তাঁর কাছে পেয়েছে অভয়, পেয়েছে বিবেকীবোধ এবং সাহসিক নেতৃত্ব। তাঁকে হারিয়ে আজ আমরা প্রকৃত অর্থে দরিদ্র হয়ে পড়লাম। এই মৃত্যুতে জাতীয় সাংবাদিকতায়, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে যে বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হল, তার পারপূরণ দুঃসাধ্য।

এই শতাব্দীর বিশ দশকের শুরুতে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাংবাদিক জীবনের সূচনা। আর এই সত্তরের দশকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত একটানা পঞ্চাশ বছর তিনি নিয়োজিত ছিলেন এ পেশায়। এত সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে সাংবাদিকতার সেবা আমাদের মধ্যে আর কেউ করার সুযোগ পাননি। ১৯২২ সালে প্রথম তিনি 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় যোগদান করেন। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'দি মুসলমান' সহ বিভিন্ন সাপ্তাহিক, দৈনিক ও সাহিত্য সাময়িকীতে কাজ করেন ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। উনিশ 'শ ত্রিশ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর যুক্ত ছিলেন মোহাম্মদী ও আজাদের সঙ্গে। একটানা বাইশ বছর তিনি দৈনিক আজাদের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে যোগদান করেন দৈনিক জেহাদে। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দৈনিক বাংলার প্রাক-স্বাধীনতা যুগীয় সংস্করণের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

সাংবাদিকতাকে যে তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, বৃদ্ধকাল পর্যন্ত এই পেশার সঙ্গে তাঁর ক্লান্তিহীন সংযোগই এর বড় প্রমাণ। জাতীয় জাগরণে, জাতির রাজনৈতিক সংকটে এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি আন্দোলনে একজন সাংবাদিক হিসাবে তিনি যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আয়োজিত ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশের নৃশংস গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে তিনি আইন-সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এই সময় অনলবর্ষী ভাষায় দৈনিক আজাদে লিখিত তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয় জাতীয় বিবেককে। তাঁর হাতেই প্রথম স্থাপিত হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে লাল ইটে গাঁথা শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানকালে ক্ষমতাসীন শাসকদের নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি বর্জন করেন 'সিতারা-ই-কায়েদে আজম' খেতাব। বৃটিশ যুগে তিনি যুক্ত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে। অসহযোগ আন্দোলনকালে সরকারী কলেজ ত্যাগ করে ন্যাশনাল কলেজ থেকে লাভ করেন স্নাতক ডিগ্রি।

সাংবাদিকতাকে আজীবন তিনি মানবিক মূল্যবোধ এবং বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসাবে মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। সাহিত্য সাধনায়ও তিনি একই ভাবে ছিলেন নিবেদিত। তাঁর সমালোচনাধর্মী নিবন্ধসমূহ এবং মননশীল রচনা সম্ভার আমাদের সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। রুশ কথাশিল্পী তুর্গেনিভ-এর 'ভার্জিন সয়েল'-এর সাবলীল অনুবাদ 'পোড়ো জমি' তাঁকে খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা সাহিত্যে।

একাশি বছরের পরমায়ু লাভ করেছিলেন আমাদের সাংবাদিকতার এই মহান দিকপাল। রোগশয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। মৃত্যু এত আকস্মিকভাবে তাঁকে ছিনিয়ে নেবে, এ ছিল আমাদের কল্পনার অতীত। তিনি আজ পরপারের যাত্রী। কিন্তু তাঁর কীর্তি এবং অবদান জাতীয় সাংবাদিকতায় তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রাখবে। আমাদের সান্ত্বনা এখানেই। তাঁর আত্মা অনন্ত শান্তি লাভ করুক।